দৈনিক বাংলা

217

তারিখ 1 ৪ JUL 1987
পৃষ্ঠা ৪

ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিক্রিয়া

1 1 JUL 1987

বাঁ থেকে: কাজী রায়হানা হাফিজ, রেজিনা সুলতানা, আমিনা ফেরদৌস ও জেবীন হামিদ

বাঁ থেকে: এনামুল কবীর, সাইফুজ্জমান খান, মহবুব-উল-আলম ও ইকবাল মাহমুদ খান

গুলি আর বোমার শব্দে সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায়

।। খায়রুল আনোয়ার ।।

'বারুদের গন্ধ আমাদের আতংকিত করে তোলে। গুলির শব্দ শুনে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যে ছোটাছুটি করি। নিজেদের মনে হয় খুবই অসহায়। সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায়।'

ঢাকা ভার্সিটি ক্যাম্পাসে গুলি ও বোমাবাজির মুহূর্তে সাধারণ ছাত্রছাত্রীর মনে কি প্রতিক্রিয়া হয়, দৈনিক বাংলা'র এ প্রশ্নের জবাবে আটজন ছাত্রছাত্রী সে দুঃসহ পরিস্থিতিতে তাদের মনোভাব তুলে ধরেছেন বিশেষ সাক্ষাৎকারে। এ প্রসঙ্গে ছাত্রছাত্রীরা আরও জানিয়েছেন যে ক্যাম্পাসে তাদের অবস্থানকালীন সময়ে তাদের অভিভাবকদের থাকতে হয় উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মাঝে।

ক্যাম্পাসের সন্ত্রাস সম্পর্কে যে সকল ছাত্রছাত্রী দৈনিক বাংলার কাছে তাদের প্রতিক্রিয়ার কথা ব্যক্ত করেন তারা হলেন: মনোবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী কাজী রায়হানা হাফিজ, ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্রী রেজিনা সুলতানা, বাংলা বিভাগের আমিনা ফেরদৌস, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের জেবীন হামিদ। এরা সবাই দ্বিতীয় বর্ষ অনার্সের ছাত্রী। ছাত্ররা হচ্ছেন: ইংরেজী প্রথম বর্ষ অনার্সের এনামুল কবীর, আইন বিভাগের প্রথম বর্ষের মাহবুব-উল-আলম, ভূতত্ত্ব ২য় বর্ষের সাইফুজ্জমান খান এবং লোকপ্রশাসন বিভাগের ২য় বর্ষ অনার্সের ছাত্র ইকবাল মাহমুদ খান।

ক্যাম্পাসে বোমাবাজি বা গোলাগুলির সময় কি করেন—দৈনিক বাংলার এ প্রশ্নের জবাবে সকল ছাত্রছাত্রীই বলেছেন যে তারা প্রথমেই আত্মরক্ষার কথা ভাবেন।

কাজী রায়হানা হাফিজ বলেন: এধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে প্রথমে হতচকিত হয়ে পড়ি। জীবন বিপন্ন মনে হয়। আত্মরক্ষার জন্যে অন্যান্য ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে এদিক-সেদিক ছোটাছুটি শুরু করি।

রেজিনা সুলতানা: গোলাগুলি বা বোমাবাজির সময় আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে বিভাগের সেমিনার রুমে

(৬-এর পৃঃ দ্রঃ)

দৈনিক বাংলা

সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায়

1 1 JUL 1987
৪

(৪ এর পৃঃ পর)

গিয়ে আশ্রয় নিই। বিপদ কেটে গেলে একটা রিকশা ঠিক করে বাড়ির পথে রওনা হই। তবে অনেক সময় এধরনের পরিস্থিতিতে যেদিকে চোখ যায় সেদিকে দৌড় দেয়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না। মেয়েদের জন্যে যা হাস্যকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

রোকেয়া হলের আবাসিক ছাত্রী আমিনা ফেরদৌসী বলেন: এরকম পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন স্থানকেই নিরাপদ মনে হয় না। তবু আত্মরক্ষার জন্যে সেমিনার রুম ও শিক্ষকদের কক্ষে আশ্রয় নিতে অথবা হলে ফিরে যেতে চেষ্টা করি।

জেবীন হামিদ: এ সময় নিজেকে সম্পূর্ণ ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিই।

এসএম হলের আবাসিক ছাত্র এনামুল কবীর: এ ধরনের ঘটনায় কলা ভবনের দোতলা-তিন তলায় অথবা কখনও 'টয়লেটে' পর্যন্ত আশ্রয় নিই। সেখানেও নিরাপদ মনে না হলে সুযোগ বুঝে হলের দিকে ছুটতে থাকি। এ প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন, প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে এ সময় এত দ্রুত দৌড়াতে থাকি যে মনে হয় বিশ্বের দ্রুততম মানবও হয়ত এরকমটা পারবেন না।

মহবুব-উল-আলম ও সাইফুজ্জামান খান বলেন: নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যে দ্রুত ছোটাছুটি শুরু করি। অনেক সময় শিক্ষকদের কাছাকাছি থেকে অথবা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ মনে হয় এমন স্থানে গিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করি।

ইকবাল মহম্মদ খান: ক্লাস চলাকালে এধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে আত্মরক্ষার জন্যে ক্লাস রুমেই থেকে যাই। ক্লাসের বাইরে থাকলে লাইব্রেরী অথবা ক্যাফেটেরিয়ায় ঢুকে পড়ি। সুযোগ পেলে অনেক সময় দৌড়ে হলে চলে আসি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করতে অথবা পরীক্ষা দিতে বসেছেন। আকস্মিকভাবে সেই মুহূর্তে ক্যাম্পাসে শুরু হয়ে গেল গোলাগুলি বা বোমাবাজি। এ সময় আপনার মনের অবস্থা কি হয়? দৈনিক বাংলার এ প্রশ্নের জবাবও দিয়েছেন ছাত্রছাত্রীরা।

কাজী রায়হানা হাফিজ বলেন: প্রথমেই মনে প্রশ্ন জাগে, যারা সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী তারা কি ছাত্র? যদি ছাত্র হয় তবে তাদের হাতে বইয়ের পরিবর্তে বোমা, কলমের বদলে বুলেট কেন? এধরনের মুহূর্তে নিজেকে অসহায় মনে হয়। যে উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা তা কতখানি সফল হবে সে বিষয়ে সন্দেহ জাগে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী শুনলে অনেকে 'দাঙ্গাবাজ-হাঙ্গামাবাজ' মনে করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার আগে ক্যাম্পাস সম্পর্কে যে সুন্দর ধারণা ছিল আজ আর তা নেই।

রেজিনা সুলতানা বলেন: এ ধরনের পরিস্থিতিতে ভয়, শংকা, উত্তেজনা সব মিলিয়ে মনের মধ্যে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয়, যার বর্ণনা দেয়া সম্ভব নয়। অনেক সময় মনে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসাটাই বুঝি অন্যায় হয়েছে। পরীক্ষার সময় এ ধরনের পরিস্থিতি হলে বিপন্ন হয়ে পড়ি। পাস করার পর চাকরিতে প্রবেশের বয়স শেষ হয়ে যাবে একথা ভেবেও উদ্বেগ বোধ করি।

সাইফুজ্জামান খান: এ ধরনের পরিস্থিতিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষকরা ক্লাস অর্থাৎ পড়ানো বন্ধ করে দেন। পরীক্ষা দিতে থাকলে সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায়। এ পরিস্থিতিতে নিজেকে মনে হয় শিকারীর ভয়ে ভীত এক নিরীহ প্রাণী।

ইকবাল মহম্মদ খান: প্রথমেই আশংকা জাগে বিশ্ববিদ্যালয় আবার অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ হয়ে যাবে নাতো?

এধরনের বন্ধ হওয়ার অর্থ শিক্ষাজীবনের মূল্যবান দিনগুলোর অপচয়। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সঠিক সময়ে বের হওয়া নিয়ে সংশয়ের সৃষ্টি হয়।

অভিভাবকদের উদ্বেগ সম্পর্কে আটজন শিক্ষার্থীই বলেছেন, তারা ক্যাম্পাসে থাকাকালীন অবস্থায় অভিভাবকদের সময় যায় উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা নিয়ে। যারা অভিভাবকদের সঙ্গে অবস্থান করেন তারা বলেন, বাসায় না ফেরা পর্যন্ত বাবা-মা অস্থিরতার মধ্যে থাকেন। কয়েকজন ছাত্রছাত্রী আরও জানান যে সড়ক দুর্ঘটনার ব্যাপারে এমনিতেই অভিভাবকগণ দুশ্চিন্তায় থাকেন সেখানে ক্যাম্পাসের সন্ত্রাস তাদের উদ্বেগ বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। আবাসিক ছাত্রছাত্রীরা এ প্রসঙ্গে বলেন, বাড়িতে তাদের বাবা-মা তাদের ব্যাপারে প্রায় সর্বক্ষণই উদ্বেগের মাঝে থাকেন। পত্রিকায় ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের খবর প্রকাশিত হলে তাদের উৎকণ্ঠার সীমা থাকে না।

দৈনিক বাংলার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এ আকুতিই প্রকাশ করেছেন যে তারা নিজেরা আর উদ্বেগের মধ্যে থাকতে চান না। অভিভাবকদের উৎকণ্ঠারও অবসান চান।